মানবাধিকার চেতনা

চতুর্থ বর্ষ ■ তৃতীয় সংখ্যা ■ অক্টোবর ২০০০

মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের সংশোধনের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আবেদন

মানবাধিকার সুরক্ষা আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী জে. এস. ভার্মা কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, যদিও মানুষের মধ্যে কমিশন সম্বন্ধে ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে তথাপি, কমিশন তার সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে অপারগ। কমিশন কেবলমাত্র তার আদেশ মান্য করার সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে যদি সেই সুপারিশ মান্য করায় বিলম্ব বা গাফিলতি হয়, কমিশন আদালতের সমকক্ষ না হওয়ায় অবমাননার অভিযোগ আনতে পারে না।

তাঁর মতে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত। কিন্তু মানবাধিকার রক্ষা আইনের পরিধির মধ্যে না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যদি উক্ত আইনের কিছু সংশোধন করা হয়, কমিশনের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।

বিচারপতি শ্রী ভার্মা আরো বলেন, যদিও মার্চের প্রথম সপ্তাহে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু সরকার অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি। তিনি বিষয়টি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলির গোচরে এনেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী বিষয়টি দেখবার আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি বলেন, সমাজে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা সম্পূর্ণ রদ করা না গেলেও যাতে কমিয়ে আনা যায় তার জন্য বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে কমিশন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কমিশনের এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে এবং মানবাধিকার লংঘন রোধের ক্ষেত্রেও সচেতনতা এসেছে।

বিগত দশ মাসে কমিশন কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার উল্লেখ করে বিচারপতি শ্রী ভার্মা বলেন স্বাস্থ্য, অপুষ্টি, মানসিক অসুস্থতা, জেল সংস্কার, শিক্ষা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও কমিশন হস্তক্ষেপ করছে। ফলে, বহু বিচারাধীন বন্দী দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি লাভ করতে পেরেছে। কমিশনের প্রদত্ত সুপারিশের কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বলে তিনি অস্বীকার করেন। কমিশনের কার্যপদ্ধতিকে আরও সুসংবদ্ধ করে তোলা হচ্ছে। কম্পিউটার-এর সাহায্যে প্রতিটি কেস-এর গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই কমিশন একটি ফ্রন্ট অফিস চালু করবে যেখানে অভিযোগকারী বা অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রতিটি অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারবে।

এছাড়া কমিশন 'গ্রেপ্তার' 'বন্দির ডাক্তারি পরীক্ষা' এবং 'গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তথ্য' সম্পর্কে নির্দেশনামা চালু করেছে। যদি আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলি এই নির্দেশ অনুসরণ করে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

মানব উন্নয়ন ও মানবাধিকার-এর জন্য চাই মানবিক প্রশাসন

জনসাধারণের উন্নতিতে মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি শ্রী ভার্মা মনুষ্যত্বপূর্ণ প্রশাসনের আহ্বান জানিয়েছেন। এই ব্যবস্থা সর্বব্যাপী গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের কাজে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমঅংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্ভবপর হবে বলে তিনি জানান। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ইউনাইটেড নেশন্‌স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সংক্ষেপে ইউ. এন. ডি. পি.-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "মানবাধিকার এবং মানবউন্নয়ন" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে বিচারপতি শ্রী ভার্মা এই মন্তব্য করেন। এই সম্মেলনে অন্যান্য অভ্যাগতরা হলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যবৃন্দ, রাষ্ট্রপুঞ্জের পদস্থ আধিকারিকগণ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

২০০০ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাতটি স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি শ্রী ভার্মা তাদের স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে বৈষম্য বা দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ও উন্নতি করার উপর জোর দেন। উল্লিখিত রিপোর্টে নিহিত মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানব উন্নয়নের সূচক কোন জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে একটি যথার্থ মূল্যায়ন সংবিধানের ১৪ এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদ এবং আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদের নির্দেশ যদি যথাযথভাবে রূপায়িত হয় নাগরিক-এর অধিকার এবং মর্যাদা সুরক্ষিত হয়। মানব উন্নয়ন হওয়া উচিত সমষ্টিগত প্রচেষ্টা যাতে মানুষের সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বিদেশে মগজ চালান বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

প্রোথিতযশা সমাজসেবী এবং এই বছরের ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজেতা শ্রীমতী অরুণা রায় বলেন শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সর্বজনগ্রাহ্য নাগরিক সমাজ হল সমাজগত মালিকানার কেন্দ্রবিন্দু যা গণতন্ত্র ও মানব উন্নয়নকে আরো অর্থবহ করে তোলে। সর্বব্যাপী এবং প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ও তাতে সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু একমাত্র কেরালা ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে পূর্ণমাত্রায় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটের এবং ইউ. এন. ডি. পি.-র রেসিডেন্ট রিপ্রেসেন্‌টিটিভ ডঃ ম্যাকসুয়িনি বলেন দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ন্যায়বিচার ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী মানব উন্নয়ন সম্ভব নয় এই ধারণা থেকে সরে এসে বাস্তবমুখী হওয়ার জন্য ইউ. এন. ডি. পি. অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু করার প্রয়াস চালাচ্ছে যাতে সরকারী দপ্তরের বা মন্ত্রীসভার ক্ষমতার পরিধি ছাড়িয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং সমাজনির্ভর সংস্থাকে শাসনকার্যে আরো বেশী সংশ্লিষ্ট করা যায়। ২০০০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শোভন জীবনযাত্রা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং বিপর্যয় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা শুধুমাত্র উন্নয়নের লক্ষ্য নয় সেগুলি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারও।

মানবাধিকার কমিশনের সদস্য শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তে'র অবসরগ্রহণ

গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ কমিশনের মাননীয় সদস্য শ্রী রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পাঁচ বৎসর কার্যকাল সম্পূর্ণ করে অবসর নিলেন। এই উপলক্ষ্যে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে একটি বিদায়সভার আয়োজন করা হয়।

শতকরা ৪৭ জন মহিলা কর্মক্ষেত্রে নিগ্রহের শিকার

জাতীয় মহিলা কমিশন দেশের পাঁচটি অঞ্চলের পাঁচটি রাজ্য যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশে সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পারে যে, শতকরা প্রায় ৪৭ জন মহিলা কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন বা অন্যান্য হয়রানির শিকার। সর্বমোট ১২১১ জন

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পাতার দ্বিতীয় কলমে)